উচ্চশিক্ষার্থে [প্রথমবারের মত] বিদেশগামী পোলাপানদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির

সহজ শপিং গাইড

- - - মুহাম্মাদ আদনান কাইয়ুম- - -

০২ ব্যাচ

ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজী [আইইউটি]

প্রকাশ সময়কালঃ

প্রথম প্রকাশঃ	সময় কাল নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি
দ্বিতীয় (পরিমার্জিত) প্রকাশঃ	জুন ২০০৮
তৃতীয় (পরিমার্জিত) প্রকাশঃ	মার্চ ২০০৯

স্বত্বঃ

দ্বিতীয় প্রকাশের মত তৃতীয় প্রকাশেও এই বইখানিকে ওপেনসোর্স হিসেবে প্রকাশ করা হল। তার মানে যে কেউ এই বই বা এর অংশবিশেষ যেকোন জায়গায় ব্যবহার করতে পারবে। তবে এই পুস্তকখানির কোন লেখা ব্যবহার করলে তার লেখকে(দে)র নাম উল্লেখ করাটা ভদ্রতা!

মূল্যঃ

এই বইখানি অমূল্য! মানে এর কোন মূল্য নেই। কেউ যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এই বই ব্যবহার করে তবে সেটা দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ডিস্ক্লেইমার...

এইধরনের শপিং গাইড আমার জানামতে প্রথম শুরু করে আমাদের আইইউটির বায়েজিদ ভাই আর বিদ্যুৎ ভাই। বেশ কয়েক বছর সেটা আইইউটির ছেলেপেলেদের কাছে বেশ ভালো একটা রিসোর্স হিসেবে কাজ করেছিল। তবে এর আগে কেউ এরকম বানিয়েছে কিনা সেটা আমার জানা নাই। তাই যদি আমি কারো নাম বাদ দিয়ে যাই তবে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। গত বছর [২০০৮ সালে] সিআইটি ডিপার্টমেন্টের ০২ ব্যাচের ফাহিম সেই লিস্টের একটা আপডেটেড ভার্সন তৈরি করে এবং বলা বাহূল্য যে সেটা ছেলেপেলেদের মধ্যে সুপার বাম্পার হিট করে। ঐ লিস্টটা ছিল শপিং এর সময় আমার একমাত্র সম্বল। এই বছরের আইইউটির বিদেশগামী ছেলেপেলেদের জন্য সেই লিস্টের সাথে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যোগ করে এই লিস্টটা তৈরি করলাম। যেহেতু ফাহিম, বায়েজিদ ভাই আর বিদ্যুত ভাই ছাড়া এই লিস্ট পুরো হতোনা তাই তাদের কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বইটা লেখা হয়েছে আইইউটির ছেলেপেলেদের জন্য। তবে অন্য ছেলেপেলেদের ব্যবহারে তেমন কোন সমস্যা হবে বলে আমি দেখিনা। একটা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার হল, এই লিস্টটা কেবল মাত্র ছেলেদের জন্য বানানো হয়েছে। অর্থাৎ বিদেশ- বিভুঁইয়ে একটা ছেলের কী কী জিনিস লাগতে পারে তার একটা লিস্ট এই বইখানি। তাই নারী পাঠকদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন শপিং এর আগে তাদের পছন্দসই/প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এই লিস্টে পরিমানমত যোগ/বিয়োগ/গুন/ভাগ করে নেয়। না হলে বিদেশে গিয়ে ব্যাগ থেকে যখন আফটার শেভ লোশান বের হবে তখন আর কিছুই করার থাকবেনা!

এই লিস্টটা স্পেশালি ইউরোপের জন্য। তবে ছোটখাট কিছু রদবদল করে এই লিস্টকে ইজিলি আমেরিকা বা কানাডা'র জন্য ব্যবহার করা যায়। সে ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে আগে থেকে ইন্টারনেটে যে জায়গায় যাওয়া হবে তার শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার ব্যাপার গুলো জেনে নেওয়া দরকার।

এই লিস্টে যে দামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ২০০৮ সালের আগস্ট মাস অনুযায়ী বলা হয়েছে। যেহেতু এর মধ্যে সাগরে অনেক জোয়ার ভাটা হয়ে গেছে (মানে সময় চলে গেছে আরকি!) তাই জিনিসপত্রের দাম কিছুটা বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই দাম করার ক্ষেত্রে নিজের বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হল।

আমি ধরে নিচ্ছি যে এই লিস্টটা আমার জুনিয়র বা সমসাময়িক ছেলেপেলেরা পড়বে। তাই এই বইয়ের সব খানে "তুমি" ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কোন বয়স্ক লোক (কিংবা বয়সের তুলনায় অতি পাকনা পোলাপান) এই সম্বোধনে ব্যথিত/রাগান্বিত হয় তবে সে ক্ষেত্রে আমার কিছুই করার নাই। তাদের প্রতি আমার অনুরোধ তারা এই পৃষ্ঠার পর আর যেন না এগোয়।

যে কেউ সুবিধামত এই লিস্টটা আপডেট করতে পারবে এবং যেকোন জায়গায় ব্যবহার করতে পারবে। তবে পূর্ববর্তী সংস্করনের লেখক হিসেবে আমার নাম উল্লেখ করাটা ভদ্রতা।

মুহাম্মাদ আদনান কাইয়ুম
হেগ, নেদারল্যান্ডস, ২০০৯।
http://www.maqweb.net.tc

বস্ত্র- টস্ত্র

হিসাবের সুবিধার জন্য বস্ত্র গ্রুপটাকে দুইটা সাব গ্রুপে ভাগ করি- শীতবস্ত্র আর ননশীতবস্ত্র। এতে সুবিধা হলো কেউ যদি এন্টার্ক্টিকায় যায় তাহলে চোখ বন্ধ করে নন শীত বস্ত্র ক্যাটাগরী বাদ দিতে পারে ঠিক তেমনি কেউ যদি সৌদি আরব যায় তাইলে শীতবস্ত্র সঙ্গে নেবার কোন যুক্তি আমি দেখিনা। যাই হোক... এই বার লিস্টিখানি শুরু করি।

প্রথম সাবগ্রুপঃ শীতবস্ত্র

<u>ওভারকোটঃ</u>

অনেকেই বিদেশ যাবার সময় প্রথম যেই কথাটার কথা মনে করায় দেয় সেইটা হল ওভারকোট। তবে আমি এই জবরজং জিনিস আনার কোন মানে দেখিনা। প্রথম কারন- ওভারকোট জিনিসটা পড়ে হাটাচলা করা আর পুরা শরীরের আগা- পাশ- তলা দশটা বস্তা দিয়ে মুড়িয়ে বস্তা দৌড় খেলা একই জিনিস। দ্বিতীয় কারন- ওভারকোট পাবার একমাত্র জায়গা বংগবাজার এবং ঐখানে দাদা পরদাদার আমলের ফ্যাশনের ওভারকোট পাওয়া যায় যেইগুলা পড়ে চলা ফেরা করলে লোকজনের বিনোদনের খোরাক ফবার যথেষ্ট চান্স থাকে। তারপরও কেউ নিতে চাইলে বংগতে যাবা, চেস্টা করবা দেখতে ভালো ধরনের কোট নিতে। এই সব জিনিসের দাম ৭০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকার মধ্যে।

<u>হেভী জ্যাকেটঃ</u>

এই জিনিসটা বেশ ভারী জ্যাকেট, ভিতরে ফোম- টোম থাকে, বেশ ফোলাফালা। দোকানে গিয়া বলবা সবচেয়ে ভারীগুলা দেখাইতে। খেয়াল রাখবা যেন জ্যাকেটের সাথে টুপি (হুড) এটাচ্ড থাকে। হুড না থাকলে বিদেশ গিয়ে ঠান্ডায় ভয়াবহ ধরনের ধরা খাবা। এইসব জিনিসের দাম ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। এইটা মাস্ট আইটেম, মিনিমাম দুইটা নিবা।

<u>সামার জ্যাকেটঃ</u>

আমরা দেশে যেই জ্যাকেটগুলা পড়ি এইগুলা সেইসব জ্যাকেট। সহজ কথায় পাতলা জ্যাকেট। এইটার ক্ষেত্রেও চেষ্টা করবা হুড সহ কিনতে। মিনিমাম দুইটা লাগবে। এইগুলার দাম ফ্যাশনেবল ক্যারিকেচারের (যেমনঃ বাইরে এক ডিজাইন ভিতরে আরেক ডিজাইন, উল্টায় পড়া যায় ইত্যাদি) উপর ডিপেন্ড করে। যেটার ক্যারিকেচার বেশী

সেগুলার দাম বেশী। তবে যেগুলা সিম্পল সেগুলা দুইশ- আড়াইশ টাকার মত আর যেগুলাতে বিভিন্ন সিস্টেম থাকে সেইগুলা ৬০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে বাসায় থাকলে নতুন করে কিনার কোন দরকার নাই। ভালো কোয়ালিটি নিতে চাইলে ওয়েস্টেক্স বা প্রিটেক্সে ট্রাই মারতে পার। দাম একটু বেশি হবে।

<u>হুডিঃ</u>

এই জিনিসটা বাংলাদেশে খুব একটা পাওয়া যায়না। তবে বাইরের দেশে খুব চলে। হুডি হলো হুড লাগানো ভারী গেঞ্জী। দেখতে পাশের ছবির মত। মাঝে মধ্যে নিউমার্কেটে এইগুলা পাওয়া যায়। তবে ওয়েস্টেক্স, প্রিটেক্স অথবা বসুন্ধরা সিটিতে এইসব পাওয়া যায়। দুই ধরনের হুডি পাওয়া যায় – জিপারওয়ালা আর জিপার ছাড়া (আমার পছন্দ অবশ্য জিপার ছাড়া)। যদি পাওয়া যায় অবশ্যই দুই- তিনটা কিনে ফেলবা। শীতের দেশে হুডি বেশ কমফোর্টেবল। দাম ২৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে।

<u>সুয়েটারঃ</u>

হাফহাতা সুয়েটারের কোন দরকার আমি দেখিনা। ফুলহাতা সুয়েটারই যথেষ্ট। একটু ভারী হতে হবে। মিনিমাম দুইটা লাগবে। শীতে জ্যাকেটের তলায় পড়ার জন্য এইগুলা দরকার হয়। বংগ থেকে ২৫০ টাকায় পাওয়া যায়। তবে ভালো ধরনের কিনতে চাইলে পলওয়েল ছাড়া গতি নাই। আমি অবশ্য কিনসিলাম ওয়েস্টেক্স থেকে একটা ৪০০ টাকা আরেকটা ৪৫০ টাকা। একটার সামনে দিয়ে জিপার ছিলো আরেকটা টিশার্টের মত জিপারছাড়া কলার ওয়ালা। চেস্টা করবা হাইনেকের সুয়েটার নিতে।

<u>উলেন টুপিঃ</u>

মিনিমাম দুইটা, তবে তিনটা হলে ভালো। নিউমার্কেট- বংগতে এইগুলার দাম ৫০ টাকার মত। কেনার সময়দুইটা জিনিস দেখে কিনবা; এক – কান পুরাপুরি ঢাকে কিনা, দুই- মাথা দ্রুত গরম হয় কিনা। অনেক টুপিতে নাইকি, রিবক, এডিডাস, পুমা ইত্যাদি সিল মারা থাকে, এইসব ব্র্যান্ড এইখানে বেশ ভালো চলে, পারলে ঐসব সিলওয়ালা টুপি কিনবা।

<u>হ্যান্ড- গ্লাভসঃ</u>

উলেন কিনতে পারো, হালকা শীতে কাজে দিবে। কিন্তু কঠিন শীতের জন্য মোটা ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের গ্লাভস পাওয়া যায়। ঐগুলার দাম পড়বে ৫০টাকা থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। কালো রঙ কিনতে চেস্টা করবা।

<u>মাফ্লারঃ</u>

দুইটা এনাফ। এইটা যেন অবশ্যই উলের হয়। দৈর্ঘ্য- প্রস্থ দুইদিকেই যেন বড়সর হয়। কোয়ালিটি ভেদে দাম ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা। তবে বংগ থেকে নিলে ৫০ টাকা থেকে ম্যাক্সিমাম ২০০ টাকা পর্যন্ত যাবে। এইটার কালারও কালো নিতে চেস্টা করবা।

ইনারঃ

এই জিনিস শীতের দিনে শার্ট- প্যান্টের নিচে পড়লে শরির গরম থাকে। মিনিমাম চারটা দরকার। দুই ধরনের ইনার পাওয়া যায়- একটা শার্টের নীচে পড়ার জন্য আরেকটা প্যান্টের নীচে পড়ার জন্য। বঙ্গতে দাম পড়বে ৪০ টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যে।

উলেন মোজাঃ

মিনিমাম দুইটা। শীতের সময় কাজে দিবে। যদিও আমি - ১৩ ডিগ্রীতেও ব্যবহার করি নাই।

দ্বিতীয় সাবগ্রুপঃ নন- শীতবস্ত্র

জিন্স প্যান্টঃ

যারা জিন্সে কমফোর্ট পায়না তাদের জন্য বিরাট দুঃসংবাদ- "বৈদেশে জিন্স ছাড়া গতি নাই"। এতে দুইটা কাজ হয়ঃ এক – হুদাই ইস্ত্রী মারার ঝামেলা নাই; দুই- ঠান্ডায় ব্যাপক হেল্প করে। তাই যারা জিন্স দেখে নাক সিটকাও তারা সাবধান, এখনো সময় আছে জিন্স পড়ে ট্রায়াল মারতে থাকো। যাই হোক, জিন্স বেশি করে নিবা, মিনিমাম চারটা। বংগতে জিন্স পাওয়া যায় তবে সেগুলা আমার নিজের পছন্দ না। জিন্সের সমস্যা হল সেগুলা বেশ পাতলা কাপড়ের হয় আর ঠিকমত ফিট করলো কি করলোনা তা দেখার কোন ট্রায়াল রুম নাই। আমি সাজেস্ট করব প্রিটেক্স, ওয়েস্টেক্স, ক্যাটস আই আনলিমিটেড বা ধানমন্ডির বিগ বস থেকে নিতে। দাম পড়বে ৯০০ টাকা থেকে ১১০০ টাকার মধ্যে। এইসব জায়গার জিন্সগুলার কোয়ালিটি ভালো সেই তুলনায় দাম কম এবং ট্রায়াল রুমে ট্রায়াল করা যায়। বিভিন্ন শেলফে মাপমত প্যান্ট সাজানো থাকে, নিয়ে ট্রায়াল দিবা, পছন্দ হইলে নিবা না হইলে জায়গা মত রেখে দিবা- কেউ কিছু বলবেনা। আরো ভালো কোয়ালিটি চাইলে এস্টাসি বা মেনয্ ক্লাব থেকে কিনতে পার। তবে দাম অল্প কিছু বেশি পড়বে। একটা জিনিস মাথায় রাখবা, বাংলাদেশে যেই জিন্স গুলা বিক্রি হয় সেগুলা বাংলাদেশের টেম্পারেচার চিন্তা করে বানানো। তাই কিছুটা পাতলা হয়। কিন্তু বাইরের দেশে শীতের জন্য মোটা জিন্স দরকার। তাই কিনার সময় চেষ্টা করবা মোটা জিন্স কিনতে। খবরদার স্টাইল মারতে গিয়া টুটা- ফাটা প্যান্ট কিনবানা। তাইলে শীতের সময় পুরা প্যারালাইসড হয়ে যাবা।

গ্যাবার্ডিন প্যান্টঃ

সামারে খুবই উপকারী জিনিস, বিশেষ করে গ্যাবার্ডিনের "মোবাইল প্যান্ট" গুলা। এইগুলা বিগবসে পাবা, দাম পড়বে ২৫০ টাকার মত।

টি- শার্টঃ

ভয়াবহ উপকারী একটা জিনিস; পড়ে আরাম, ইস্ত্রী মারার ঝামেলা নাই, দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পড়ে থাকা যায়। ডজন খানেক আনতে পারলে খুব ভালো। চেস্টা করবা হাফ হাতা আর ফুল হাতা দুই ধরনের টি- শার্টই আনতে। বংগ বা নিউমার্কেট থেকে কিনতে পারো, তবে কিনার আগে অবশ্যই দেখে নিবা যে টিশার্টের হাতা দুইটার লেংথ

সমান কিনা! কারন এদের অনেক টিশার্টের দুই হাতার লেংথ দুই রকম। যাই হোক আরেকটা সস্তায় ভালো টিশার্টের জায়গা হচ্ছে আজিজ সুপার মার্কেট। ১৫০ টাকার মধ্যে টিশার্ট পাবা। তবে ভুল করেও রেক্স এর হাল ফ্যাশানের জোড়াতালি মার্কা ব্যাড়াছ্যাড়া কাপড়ের টিশার্ট কিনবানা; কমফোর্টের বারোটা বাজবে। টিশার্ট পড়বা কমফোর্টের জন্য, তাই সুতী বা সুতীর কাছাকাছি হলে ভালো। আজিজের টিশার্ট গুলার সমস্যা হচ্ছে ইন দ্যা লং রান এইগুলার গলার কাছটা কেমন যেন ভাঁজ খেয়ে বটে যায়। এর থেকে ভালো টি শার্ট কিনতে হলে আমি সাজেস্ট করব এস্টাসি থেকে কিনতে। তবে দাম বেশি পড়বে, কলারওয়ালার দাম হবে ৫০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকার মধ্যে আর কলার ছাড়া কিনলে ৪০০ টাক থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। এস্টাসিতে একদম প্লেইন কিছু টিশার্ট পাওয়া যায় যেগুলার দাম ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। ইচ্ছা করলে অবশ্য বাইরে এসেও কিনতে পার, তবে দাম বহুত পড়বে। ৪০ ইউরো দিয়ে টিশার্ট কিনলে রাতের বেলা ঘুম আসার কথা না। পারলে দুই-একটা হাইনেক টিশার্ট নিয়ে নিবা।

ফর্মাল শার্টঃ

বেশী আনার দরকার নাই, দুইটা এনাফ। সঙ্গে অবশ্যই ম্যাচিং টাই। ফর্মাল পার্টি বা প্রেজেন্টেশন ছাড়া এই শার্ট আর কোথাও তেমন লাগেনা। তবে যদি বৈদেশিক বাঙ্গালী কমিটি ঐখানে তোমার জন্য পাত্রী খোঁজা শুরু করে তাইলে অবশ্য অন্য কথা।

ক্যাজুয়াল শার্টঃ

টিশার্ট নিলে ক্যাজুয়াল শার্টের তেমন কোন দরকার নাই। তবে দুইটা নেয়া যেতে পারে। শার্টের হ্যাপা অনেক; ইস্ত্রী মারো, বোতাম ছিড়লে বোতাম সেলাই কর; ব্যাপক ভ্যাজাল। অবশ্য সামারে লোকজন বীচে ক্যাজুয়াল শার্ট পড়ে হাঁটাহাঁটি করে। একেবারে উদোম গায়ে হাঁটতে না চাইলে এই শার্ট কাজে আসবে।

ব্লেজার ও কমপ্লিট সেটঃ

থাকলে নিয়ে আসবা। তবে আনার আগে মাপ ঝোক দিয়া আনবা। ঢোলাঢালা স্যুট কিন্তু বাইরের দেশে জোকারদের ড্রেস।

ট্রাউজারঃ

তিন- চারটা (প্রয়োজনে আরো বেশি) নিয়ে আসবা। এই গুলা যেন কিছুটা ঢিলাঢালা হয়। বাসায় পড়া, ঘুমানো, খেলাধূলা, জগিংসহ বহুত কাজে এই জিনিস লাগে। তাই কাজ অনুযায়ী হিসাব করে আনবা।

থ্রি কোয়ার্টারঃ

যারা সাঁতার কাটাকাটি কর তাদের জন্য এই জিনিস খুবই দরকারি। যারা করনা তারাও আনতে পার, কারন বাইরের দেশে ছেলে মেয়েরা সব একই সুইমিং পুলে সাঁতরায়। তো যদি সুইমিং পুল এবং তার আশপাশ দেখে যদি সাঁতার শিখার ইচ্ছা মনে জাগে তাইলে কাজে দিবে। আর বীচে ঘুরতে গেলেও কাজে দিবে। নিজেরে নায়ক নায়ক মনে হবে...ইংলিশ সিনেমাতে যেমন দেখা যায়, খালি গায়ে সাদা থ্রি- কোয়ার্টার প্যান্ট পড়ে নায়ক সাগরের পাড় ঘেঁষে দৌঁড়াচ্ছে... দূর থেকে নায়িকা হা হয়ে দেখছে...

পাঞ্জাবীঃ

ঈদের জন্য একটা আনতে পার। এইটা আসলেই খুব প্রয়োজনীয় কিছু কিনা আমি শিওর না। আমিও আনসিলাম একটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়নাই।

মোজাঃ

আগে একবার মোজার কথা বলেছিলাম, সেটা ছিল কঠিন শীতের জন্য। অন্য সময়ের জন্য সাধারন মোজা ব্যাবহার করা যায়। মিনিমাম চারটা মোজা নেয়া উচিত। তবে মোজা বাইরেও খুব একটা দামী না। এইখানে মোজার দাম ছয় থেকে সাত ইউরো। আর যাদের পায়ের গন্ধে ভাল্লুকের ভিরমি খাওয়ার চান্স আছে তারা দয়া করে বেশি মোজা নিবা।

আন্ডারওয়ারঃ

কে কয়টা আন্ডারওয়ার নিবে এইটা আসলে একেজনের ব্যাপার। তবে বাইরের বেশিরভাগ লোকজন সপ্তাহে সাতটা আন্ডারওয়ার ব্যবহার করে, একেকদিনের জন্য একেকটা। যাই হোক এই জিনিস পরিমান মত নিবা।

রেইনকোট/ছাতাঃ

একটা রেইনকোট যথেষ্ট। এইখানে মুষোল্ধারে বৃষ্টি হয়না। তাই আলখাল্লার মত বিশাল রেইন কোট আনার কোন দরকার নাই, জ্যাকেটের মত হলেই হবে। ছোট একটা ছাতা আনা যেতে পারে।

কিছু টিপ্স!

১. *জ্যাকেট, ওভারকোট, গ্লাভস- অবশ্যই যেন ওয়াটারপ্রুফ হয়, নাইলে কঠিন ধরা খাবা।*
২. *জ্যাকেটে হুড থাকাটা খুব জরুরী। মাঝে মাঝে এমন শীত পরে যে মাথায় টুপি দিয়েও হুড টানতে হয়। তাছাড়া হঠাৎ বৃষ্টিতেও খুব কাজে দেয়।*
৩. *খবরদার ফ্যাশন করে চিপা জিন্স কিনবা না। চিপা জিন্স এইখানে মেয়েরা পড়ে।*
৪. *গোলাপী রঙের কোন কাপড় চোপড় কিনবা না। এমন টিশার্ট কিনবা না যেটাতে জরি- টরির ঝিকিমিকি কারুকাজ আছে। তাহলে পাব্লিক তোমারে গে মনে করে তাফালিং করবে।*
৫. *জামা কাপড় কেনার সময় চেস্টা করবা কালো বা গাঢ় বাদামী বা অন্য গাঢ় কালারের পোশাক কিনতে। এইখানে শীতকালে কালো রঙ খুব চলে। ৯০% লোক কালো ড্রেস পড়ে। তবে মনে রাখবা, সাদা রঙের জ্যাকেট কিন্তু মেয়েদের ড্রেস।*
৬. *বংগবাজারে গেলে একা না গিয়ে এমন কাউকে নিয়ে যাবা যে বংগ থেকে কেনাকাটা করে অভ্যস্ত। বংগতে দোকানীদের দাম শুইনা আৎকায় যেয়োনা। পাঁচ ভাগের একভাগ থেকে শুরু করবা। দেড় হাজার চাইলে বলবা তিনশ টাকা। দেখবা সাড়ে চারশো বা পাচশোতে ছেড়ে দিবে। ঠান্ডা মাথায় দরদাম করবা।*

জুতা

<u>কেডসঃ</u>

মিনিমাম একজোড়া, তবে দুই জোড়া হলে ভালো। কেডসের রঙ কালো দেখে নিলে পার্টি সু হিসেবে চালায় দেয়া যায়। তাহলে আর আলাদা পার্টি সু আনার দরকার নাই। তবে খবরদার ফুটপাথের জিনিস কিনবানা, কিনলে এক্কেরে জন্মের ধরা খাবা! সস্তা জুতা হলে এই খানে শীতে জুতার সোল কম্প্রেসড হয়ে ফেটে যাবে। সবচেয়ে ভালো হয় নাইকি বা রিবকের জুতা নিলে; তাহলে একেবারে দুই বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। রাপা প্লাজা আর বসুন্ধরাতে এদের শোরুম আছে, তবে আগেই বলতেসি দাম বেশি পড়বে, এককে জোড়া পাঁচ- ছয় হাজার টাকার মত পড়বে। এফোর্ড করতে না পারলে বাটা বা এপেক্স থেকে নিতে পার। তবে খবরদার চীনা- থাইল্যান্ডি সস্তা জুতা কিনবানা। এই খানে জুতার দাম এমনিতে বেশি। একেবারে অর্ডিনারি এক জোড়া জুতার দাম পড়বে ৩৫- ৪০ ইউরো।

<u>স্যান্ডেল সুঃ</u>

সামারে বাইরে পড়ার জন্য একটা নেয়া যেতে পারে। যদি নিতে হয় তবে বাটার ওয়েইনব্রেনার নেয়া ভালো। জিনিসটা পড়ে আরাম প্লাস একটা স্পোর্টি লুক আছে।

<u>স্যান্ডেলঃ</u>

ঘরে পড়ার জন্য এক জোড়া নিতে হবে।

<u>স্নো- বুটঃ</u>

বাংলাদেশে এই জিনিস নাই। এইটা হল বরফের উপর হাঁটার জন্য ভিতরে পশম বা ফোম লাগানো জুতা। এই জিনিস বাইরে এসি কিনতে হবে, তবে অবশ্যই শীতের আগে।

<u>কালিঃ</u>

জুতার কালি দেশ থেকে নিয়ে না গেলেও হয়। বাইরের দেশে কালির দাম খুব একটা হেরফের হয়না।

<u>সু- হর্নঃ</u>

যারা দেশে সু- হর্ন ব্যাবহার কর তারা অবশ্যই এইটা সাথে নিবা। যারা করনা তারাও অবশ্যই একটা নিয়ে যাবা। জিনিসটা খুব কাজের। দেখতে পাশের ছবির মত। এপেক্স- বাটার দোকানে পাবা।

বোচকা- প্যাটরা

সুটকেসঃ

এয়ারলাইন্সের রুলস আগে থেকে জেনে নিবা, ওরা দুইটা সুটকেস নিতে দিবে না একটা। সুটকেস কিনতে হলে ভালো দেখে কেনা উচিৎ। সস্তা কিনে যদি এয়ারপোর্টে চাকা ভেঙ্গে যায় তাইলে কিন্তু চিত্তির, পুরা জিনিস তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। তাই সুটকেস ভালোটাই কিনা উচিৎ। ভালো হয় একেবারে নিউমার্কেটের ব্যাগ পাড়ায় যাবা, বায়তুল মোকাররমেও অবশ্য কয়েকটা আছে। ভালো ব্র্যান্ড দেখে কিনবা। নিউমার্কেটে চালু ব্র্যান্ড হল প্রেসিডেন্সি। তবে যদি অরিজিনাল স্যামসোনাইট পাওয়া যায় থলে কোন দিকে না তাকিয়ে কিনা ফেলতে পারো। কিনার সময় অবশ্যই হ্যান্ডেল আর চাকার অবস্থা দেখে কিনবা।

হ্যান্ড- লাগেজঃ

এই লাগেজটা তুমি তোমার সাথে প্লেনে রাখতে পারবা। চাকা লাগানো ছোট সুটকেসের মত একধরনের হ্যান্ড লাগেজ পাওয়া যায়, ঐটা আমার পছন্দের। ঐ জিনিস দেখতে অনেকটা পাশের ছবির মত। ব্যাকপ্যাকও হ্যান্ড লাগেজ হিসেবে নেয়া যায়। তবে কাঁধের উপর সারাক্ষন বোঁচকা নিয়ে ঘোরাঘুরি (বিশেষ করে ট্রানজিটে) আমার একেবারে আসহ্য। চাকা লাগানো এই ব্যাগটাও নিউমার্কেটে পাবা।

ব্যাক- প্যাকঃ

বাইরের দেশে ব্যাকপ্যাক অনেক কাজে লাগে। প্রধান কাজ হল ভার্সিটিতে ক্লাস করার জন্য বই, খাতা, ল্যাপটপ এইসব হাঙ্কিপাঙ্কি বহন করা যায়। অক্সিলারি কাজ হল, কয়েকদিনের জন্য কোথাও পিকনিকে বা এ্যাডভেঞ্চারে গেলে সব জিনিস নেয়া যায়। ব্যাকপ্যাক কিনার সময় অবশ্যই দেখে নবা এর মধ্যে ল্যাপটপ রাখার জায়গা আছে কিনা। পাশের ছবিটা দেখ, ব্যাগটার পিছনে ল্যাপটপ রাখার আলাদা কম্পার্টমেন্ট আছে। এই ব্যাগগুলার পেছনটাতে ফোম থাকে যাতে ল্যাপ্টপে কোন চোট না লাগে। দোকানে গিয়া বলবা ল্যাপটপ নেয়া যায় এমন ব্যাকপ্যাক দিতে। আমি যখন কিনছিলাম তখন নিউমার্কেটে “ক্যামেল মাউন্টেন” নামে ব্যাকপ্যাকের একটা ব্র্যান্ড ছিল। ঐ কোম্পানির ব্যাগ বেশ

ভালো, আমি প্রতিদিন ব্যবহার করি কিন্তু কোন প্রোব্লেম হয়নাই। আমারটার দাম পড়ছিলো ৮০০ টাকা। এই ব্যাগটা বড় সুটকেসের বেতর ঢুকায় দিবা।

<u>ল্যাপটপের ব্যাগঃ</u>

হ্যান্ডলাগেজ ছাড়াও একটা ল্যাপটপের ব্যাগ সাধারনত সব এয়ারলাইন্সেই এলাও করে। অন্তত আমাকে করসিলো। আমি একটা হ্যান্ড লাগেজ আর ল্যাপটপের ব্যাগ সহ প্লেনে উঠসিলাম। তারপরও কনফার্ম হয়ে নিবা। তবে ল্যাপটপের ব্যাগে অবশ্যই ল্যাপ্টপ থাকতে হবে। ল্যাপটপ ছাড়া শুধু ব্যাগ নিতে দিবেনা। তাই যাদের ল্যাপ্টপ নাই তাদের হ্যান্ড লাগেজের সাথে এই ব্যাগ নেয়া উচিত হবেনা।

<u>কিছু টিপ্স!</u>

১. *সুটকেস কিনার সময় অবশ্যই চাকা এবং হ্যান্ডেল দেখে নিবা। চাকা বা হ্যান্ডেলে সমস্যা দেখা দিলে এয়ারপর্টে তোমারে সাহায্য করার কেউ কিন্তু থাকবেনা।*
২. *এয়ারলাইন্সগুলা বহনকৃত সুটকেসের একটা নির্দিষ্ট মাপ টিকেটের সাথে দিয়ে দেয়, চেষ্টা করবা ঐ মাপের ভিতরে কেনার জন্য।*
৩. *হালকা কিন্তু মজবুত সুটকেস নিতে চেষ্টা করবা। কারন মাল ছাড়া সুটকেসের ওজনই যদি অর্ধেক ওজন খেয়ে ফেলে তাহলে মাল বেশি নিতে পারবানা।*
৪. *ব্যাকপ্যাক কেনার সময় দেখে নিবা সেইটা ওয়াটারপ্রুফ কিনা।*
৫. *ভুলেও হ্যান্ড লাগেজে কোন তরল পদার্থ বা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন জিনিস (চাকু, নেইল কাটার, রেজর ইত্যাদি) নিবানা।*
৬. *সুটকেস বা ব্যাগের ভিতরটা ভালোভাবে দেখে নিবা, কোন টুটাফাটা আছে কিনা।*
৭. *কত কেজি মালপত্র এলাউড আর তুমি কয়টা সুটকেস নিতে পারবা এইটা আগে থেকে শিওর হয়ে নিবা। একেক এয়ারলাইন্সের কিন্তু একেক নিয়ম। আমি গিয়েছিলাম ব্রিটিশ এয়ারে, ওরা একটা সুটকেস আর একটা হ্যান্ড লাগেজ এলাউ করে।*
৮. *ব্যাগ কিনতে গেলে এমন কাউকে নিয়ে যাবা যে মোটামুটি ব্যাগের দরদাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কারন এইসব জিনিস ঘন ঘন কিনা হয়না। তাই দোকান্দাররা ইচ্ছা মত দাম চাওয়ার চান্সে থাকে।*

টুকিটাকি

বেল্টঃ

মিনিমাম তিনটা নিয়ে যাবা। ভালো কোয়ালিটির দেখে কিনবা।

ওয়ালেটঃ

দুইটা আনলে ভালো। একটু বড় সাইজের আনা ভালো। কারন ইউরোর ফিজিক্যাল সাইজ টাকার চেয়ে বড়। দেশের মানিব্যাগগুলা টাকা আটকাতে পারলেও ইউরো পুরাপুরি কভার করতে পারেনা। আরেকটা ইম্পোর্ট্যান্ট জিনিস হল ওয়ালেটে যেন কয়েন রাখার আলাদা কভারসহ চেম্বার থাকে। এইখানে নোট এবং কয়েন দুইটাই সমান সমান চলে। তাই ওয়ালেটে কভারসহ কয়েন চেম্বার না থাকলে প্রতিবার পকেট থেকে বের করবা আর ঝপাস করে কয়েন পরে যাবে। এই ভাবে কয়েন পড়তে থাকলে যদি ১০ ইউরোও মিসিং হয় তাইলে কিন্তু পাক্কা ১০০০ টাকা নাই।

রুমালঃ

দুইটা সুতির রুমাল নিয়া আসবা। তবে এইটা অপশনাল।

কসমেটিক্স, টুথপেষ্ট- টুথব্রাশ ও শেভিং কীটঃ

নিজের শেভিং কীট অবশ্যই সাথে নিয়া আসবা। তবে বাড়তি কিছু আনার দরকার নাই। এই খানে দাম আমাদের দেশের সমান। একই কথা কসমেটিক্সের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি শীতকালে আস তবে সঙ্গে একটা ভ্যাসেলিন অবশ্যই নিয়া আসবা, অন্তত যাতে এক মাস চলে এইরকম পরিমানে, কারন আশপাশের জায়গার সাথে পরিচিত হতেও তো কিছু টাইম লাগবে। মনে করে নিজের সাবান, টুথব্রাশ আর টুথপেষ্ট নিয়া আসবা। এইগুলাও অন্তত এক মাস চালানোর মত পরিমানে আনবা।

হাতঘড়িঃ

এইটা অপশনাল। হাত ঘড়ি এইখানে খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। কারন এখানকার লোকজন সব ঘড়ি দেখে চলে। বাস- ট্রেন- ট্রাম সব ঘড়ি ধরে আসে যায়। তাই একটা ভালো ধরনের হাত ঘড়ি সাথে নিয়া আসবা। খবরদার নিউমার্কেট থেকে দেড়শ- দুইশ টাকা দামের ঘড়ি কিনবানা, এইগুলা কোন মতে একমাস চলবে তারপর এক্কেবারে শ্যাষ। ঘড়ির সাথে এক্সট্রা একটা বেল্ট নিয়া আসবা।

<u>এলার্ম ঘড়িঃ</u>

ভালো দেখে একটা আনবা। পারলে সঙ্গে কয়েকটা এক্সট্রা ব্যাটারীও নিয়ে আসবা।

<u>টাওয়েলঃ</u>

দুইটা টাওয়েল আনবা, বড় দেখে। হাতমুখ মোছা থেকে গোসল সব কিছু কভার করবে।

<u>বিছানাঃ</u>

বিছানা আনার দরকার নাই! দুইসেট বালিশের কভার আর দুইসেট বেডশীট নিয়া আসবা। সিঙ্গেল আনবা না ডাবল আনবা সেইটা নির্ভর করতেসে তোমার উপর...

<u>কাঁথাঃ</u>

এই জিনিসটার কোন প্রয়োজন আমি দেখিনা। তবে এমন অনেকে নাকি আছে যাদের কাঁথা গায়ে না দিলে ঘুম আসেনা! তুমি যদি এই ক্যাটাগরির হও তবে একখান কাঁথা আনবা, যদি লাগেজে জায়গা থাকে।

<u>তুলার বালিশঃ</u>

বাইরে দুই ধরনের বালিশ পাওয়া যায় – একটা ফোমের বালিশ, আরেকটা পালকের বালিশ। যেহেতু আমরা তুলার বালিশে শুয়ে অভ্যস্ত তাই এইসব খান্দানী বালিশে শুতে কিছুটা সমস্যা হতে পারে, সে জন্য একটা ছোট তুলার বালিশ নেয়া যেতে পারে। তবে আমি এইটা সাপোর্ট করিনা। আমি ছোট বালিশে ঘুমাতে পারিনা। আমার কাছে তাই ছোট তুলার বালিশের চেয়ে বড় ফোমের বা পালকের বালিশ প্রেফারেবল। আর এইগুলাতে ঘুমাতে তেমন মহামারী কোন সমস্যা হয়না।

<u>বদনাঃ</u>

বদনার সাথে বাঙ্গালীর আদি- অকৃত্রিম সম্পর্ক। তাই বলে এই লিস্টে আমি বদনা- বন্দনা করবনা। পারলে এই জিনিস না নেয়াই ভালো। লোটা- বদনা সুটকেসের ভিতর বহু জায়গা খাবে। তাছাড়া বিদেশে বংগ- বদনা না পাওয়া গেলেও বদনা ধরনের এক জাতের প্লাস্টিকের পাত্র (ফুল গাছে পানি দিবার পাত্র) পাওয়া যায়। বদনার চেয়ে কোন অংশে ঐ জিনিস কম না! দামেও সস্তা, যতদ্দুর মনে পড়ে এককেটার দাম তিন কি চার ইউরো।

<u>ধর্মীয় উপাদানঃ</u>

(আমি অন্য ধর্মের প্রয়োজনীয় উপাদান জানিনা, তাই এই খানে কেবল মাত্র মুস্লিমদের কথা আলোচনা করলাম। অন্য ধর্মালম্বীরা দয়া করে নিজেদের মত করে জিনিস্পত্র সাজায়া নিবা। পারলে ঐ লিস্টির একখান আপডেটও দিতে পার।) একখান জায়নামাজ নিবা। বায়তুল মোকাররমে একধরনের পাতলা জায়নামাজ পাওয়া যায়, ঐটা নিতে পার। পাতলা জায়নামাজের সুবিধা হচ্ছে এটা সুটকেসে অল্প জায়গা নিবে। ছোট একটা সূরার বই নিতে পার। তবে কুরআন শরীফ বই হিসেবে নেবার চেয়ে ডিজিটাল সিডি হিসেবে নিয়ে গেলে ভালো হয়। এছাড়া

ইন্টারনেটে সবখানে কুরআন শরীফ পড়তে পাওয়া যায়। তাই কুরআন শরীফ সঙ্গে না নিলেও চলে। নামাজের জন্য একটা টুপি নিতে পার। পারলে একখান কম্পাস নিয়ে যাবা, কিবলা খুঁজতে সুবিধা হবে।

সুই- সুতাঃ

খুবই দরকারী জিনিস। বিভিন্ন সাইজের বেশ কয়েকটা সুই আর কয়েকটা কমন কালারের সুতার রিল নিয়ে যাবা। আর বাসায় মা- বোনদের কাছ থেকে সেলাইয়ের উপর একটা ক্র্যাশ কোর্স নিবা। বাসায় যেমন কিছু ছিড়লে আম্মার উপর চাপায় দাও, সেরকম কিন্তু বিদেশে তোমার জামা- কাপড় সেলাই করার মত কাউরে পাবানা। তবে যদি বাইরে এসে কোন দর্জিওয়ালী গার্লফ্রেন্ড জুটাইতে পার তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

গুড়া মসলাঃ

হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনিয়া, গোল মরিচের গুড়া, গরম মসলা – এইসব বেশি করে নিয়া আসবা, অনেকদিন চালানোর মত। এইসব জিনিস দোকানে এভেলেবল না। ইন্ডিয়ান শপ ছাড়া অন্য কোথাও খুব একটা পাওয়া যায়না। যারা বড় শহরে যাবা তারা সহজেই ইন্ডিয়ান শপ খুঁজে পাবা কিন্তু ছোট শহরে ইন্ডিয়ান শপ থাকাটাই ভাগ্যের ব্যাপার।

অষুধ- পাতিঃ

প্যারাসিটামল, পেট খারাপ, মাথা ব্যাথা, জ্বর, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ওরস্যালাইন, ইনহেলার (শ্বাসকষ্টের রোগী হলে) ইত্যাদি সব নিয়ে আসবা। আনার সময় অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেট দেখে নিবা, অন্তত দুই বছর যেন ডেট থাকে। এইসব জায়গায় সামান্য ওষুধ কিনতে হলেও ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন লাগে, ওষুধ কিনার বহুত হ্যাপা। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুবের্দি, স্বপ্নে পাওয়া মালিশ- যাই- ই আনোনা কেন খেয়াল রাখবা লিকুইড কিছু যেন না থাকে।

শুকনা খাবারঃ

প্রথম কয়েকদিন চালানোর জন্য শুকনো খাবার নিয়ে আসতে পারো। তবে মাংস জাতীয় জিনিস ইমিগ্রেশনে আটকায়া দিবে, তবে শুকনা মাছ চলবে।

অন্যান্যঃ

চিরুনী, নেইল কাটার, কিছু কলম, পেন্সিল, ইরেজার, কেচি, স্ট্যাপলার, পেপার কাটার ইত্যাদি জিনিসপত্র নিয়ে নিবা। শেভিং কীটসহ এই সকল জিনিস অবশ্যই অবশ্যই মেইন লাগেজে ঢুকাবা, ভুলেও হ্যান্ড লাগেজে দিবানা, তাইলে কিন্তু হিথ্রোতে এক্কেবারে জন্মের মত আটকায় দিবে। ভালো কথা, হ্যান্ড লাগেজে খবরদার লিক্যুইড কোন কিছু রাখবানা। মোদ্দা কথা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং যেকোন ধরনের তরল পদার্থ প্লেনে সম্পূর্ন রকমের নিষিদ্ধ।

হাইটেক এক্সেসরিজ

ল্যাপটপঃ

যদি ল্যাপটপ থাকে তাহলে নিয়া আসবা, নাহলে খামাখা বাংলাদেশ থেকে কিনার কোন মানে নাই। এইখানে দেশের প্রায় অর্ধেক দামে লাপটপ পাবা।

মাউসঃ

অপশনাল। আমি এইটা নার কোন দরকার দেখিনা। যদি ল্যাপটপের বিল্ট ইন মাউস ইউজ করতে ভ্যাজাল লাগে তাহলে একটা এক্সট্রা মাউস আনা যেতে পারে।

পেনড্রাইভঃ

মাস্ট নিবা। মেমরী যত বেশি হয় তত ভালো। তবে যেসব পেনড্রাইভে বিল্ট ইন মিউজিক শুনার ব্যবস্থা থাকে খবরদার সেসব কিনবানা। চার- পাচ মাস চলার পর একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

ইউএসবি হার্ডডিস্কঃ

খুবই কাজের জিনিস। চেষ্টা করবা একটা নিয়ে আসতে।

ব্ল্যাঙ্ক সিডি/ডিভিডিঃ

কম্পিউটার সিটিতে দশটা বা বিশটা ব্ল্যাঙ্ক সিডি/ডিভিডির সেট পাওয়া যায়, সেইটা নিয়া আসবা। তবে সিডির চেয়ে ডিভিডি আনাটাই বেটার। এইটা মাস্ট আনবা।

ক্যালকুলেটরঃ

বাসায় থাকলে একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর নিয়া আসবা। এইখানেও ক্যালকুলেটর পাওয়া যায় তবে সেগুলার দাম কিছুটা বেশি, যদিও এগুলার ফাংশনালিটি অনেক বেশি।

মোবাইল ফোনঃ

থাকলে নিয়ে আসতে পার। আমি নিয়ে আসছিলাম। অনেকে আবার বাইরে এসে কিনে।

ওয়েবক্যাম- হেডফোনঃ

এইদুইটা জিনিস বাইরে এসে কিনলে ভালো। সস্তায় পাবা এবং ভালো জিনিস পাবা।

সফটওয়্যারঃ

প্রয়োজনীয় সমস্ত সফটওয়্যার সিডি ডিভিডিতে রাইট করে আনবা। প্রয়োজনীয় সব সফটওয়্যারের একটা লিস্ট করবা আগে (যেমন এক্সপি, অফিস, ম্যাটল্যাব ইত্যাদি) নাহলে আনার সময় ভুলে যাবা। আর ভুলে গেলে বাইরে এসে একেকটা সফটয়্যার কিনতে মিনিমাম দেড়শ- দুইশ ইউরো পকেট থেকে যাবে। যদি ল্যাপটপ থাকে তাহলে ল্যাপটপের সাথে দেয়া সব সিডি (বিভিন্ন ড্রাইভার ইন্সটলেশন সিডি ইত্যাদি) অবশ্যই সাথে নিয়ে আসবা। খামাখা মুভি ডিভিডি আনার কোন দরকার নাই, এইখানে ইন্টারনেটের হেভী স্পিড। যখন ইচ্ছা তখন মুভি ডাউনলোড করে দেখে টেখে ডিলিট মেরে দিবা। অনেকে অবশ্য বলে পাইরেটেড সফটয়্যার নিয়ে এয়ারপোর্টে অনেক ঝামেলা করে, তবে আমি নিজে সেই ঝামেলায় পড়িনাই। মনে হয় এইটা লাকের ব্যাপার।

পয়সা- পাত্তি

যদি পার তাহলে সঙ্গে ডলার বা ইউরো নিয়ে যাবা। তাহলে নতুন জায়গায় গিয়ে টাকা পাল্টানোর ঝামেলায় পড়তে হয়না। শাস্ত্রে আছে বিদেশি মুদ্রা নিলে পাসপোর্টে এন্ডোর্স করাতে হয়। তবে আমি এন্ডোর্স করাই নাই। এন্ডোর্স যে করাতে হয় এইটা শুনছি আমি ঢাকা ছাড়ার দুইদিন আগে। এয়ারপোর্টগুলাতে জ্যাকেটের পকেটে ডলার নিয়া ঘুরাঘুরি করসি। কোন সমস্যা হয়নাই। এন্ডোর্স- ফেন্ডোর্স করতে গেলে এমন কাউকে সঙ্গে নিবা যে এইসব ব্যাপার ভালো বুঝে। তাহলে কম ঘুরাঘুরিতে কাজ হবে।

ডকুমেন্টস

সমস্ত ডকুমেন্টসের (সব সার্টিফিকেট, এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট, থিসিস, জব রিলিজ লেটার ইত্যাদি) অরিজিনাল কপি অবশ্যই সাথে করে নিয়ে আসবা। সাথে একসেট ফটোকপি আনলে ভালো। আর বাসায় একসেট ফটোকপি বাবা- মাকে বুঝায় দিয়ে আসবা, কাজে আসতে পারে।

বেশ কিছু পাস্পোর্ট আর স্ট্যাম্প সাইজ ছবি সাথে নিয়ে আসবা। বহুত কাজে দিবে। এইখানে কথায় কথায় ছবি দরকার হয়। আর ছবি তুলতে মাশাল্লাহ খরচও হয় সেরকম, চারটার একসেট যদ্দুর মনে পড়ে বারো ইউরো লাগে।

পাসপোর্ট- ভিসার একটা ফটোকপি অবশ্যই সাথে রাখবা।

বিএসসি সার্টিফিকেট আর মার্কশীট ক্লোজ খামে করে ভরে আইইউটির *হারা***** রেজিস্টারকে (আইইউটির রেজিস্টার না হলে ইটালিকে লেখা বিশেষণটা বাদ দিয়ে পড়তে হবে) দিয়ে সাইন করায় ভার্সিটির সীল মেরে রেডি করে নিয়ে যাবা। পিএইচডি এপ্লাইয়ের সময় এই ডকুমেন্টসগুলা কাজে আসবে। পিএইচডি কর আর না কর পথ খোলা রাখতে তো কোন দোষ নাই।

কিছু টিপ্স!

১. *ট্রাভেলিঙ্গের সময় পাস্পোর্ট- ভিসা সবময় হাতের কাছে রাখবা।*
২. *হাতের কাছে একটা কলম রাখবা। কারন এম্বার্কেশন ফর্ম ফিলাপ করতে লাগবে।*
৩. *এডুকেশনাল ডকুমেন্টস সবগুলা হ্যান্ড লাগেজে রাখবা। এয়ারপোর্টে দেখতে যাইতে পারে।*

চশমুদ্দিন

যারা চশমা পড় অবশ্যই অবশ্যি আসার আগে চোখ ভালো করে দেখায়ে নতুন অন্তত তিন- চার সেট চশমা বানায় নিয়ে আসবা। রিম্লেস বেশি না বানায় হার্ড- রিম বা কার্বন ফ্রেমের চশমা কিনবা। আর প্রেস্ক্রিপশন আর একটা স্যাম্পল চশমা দেশে বাবা- মাকে দিয়ে আসবা যাতে দরকার পড়লে দেশ থেকে বানায়া পাঠাতে পারে। এইখানে এক এক পিস চশমার দাম মিনিমাম নব্বুই থেকে একশ ইউরো এবং বেশিরভাগ স্টুডেন্ট হেলথ ইন্সুরেন্স চশমার খরচ কভার করেনা।

যারা চশমা পড়না তারাও একবার চোখ দেখায় আসবা। এইখানে আসার পর যদি টের পাও চোখে ভ্যাজাল দেখা দিসে তাহলে কিন্ত অবস্থা কেরোসিন।

ডেন্টুদ্দিন

যাদের দাঁতের সমস্যা আছে তারা দেশ থেকে যতধরনের ফিলিং- টিলিং সব করায়া আসবা, যাদের নাই তারাও দেখায় আসবা। এইখানে ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া মানে সত্ত্ব ত্যাগ করে জমিজমা দান করা। ব্যাপক খরচ হয়। আর হেলথ ইন্সুরেন্স দাঁতের খরচ খুব কমই কভার করে।

শেষকথা...

বিদেশে আসলে সবই পাওয়া যায়, তবে এই জন্য টাকা খরচ করতে হয়। একটা মোটামুটি মানের টিশার্টের দাম ত্রিশ ইউরো শুনলেই তো মাথা চক্কর দিবার কথা। তবে ঐখানে যা যা পাবা তার কোয়ালিটি খুবই উন্নত। তাই যাদের টাকা পয়সার ভালো যোগান আছে তাদের আসলে এইখান থেকে কিছু না কিনলেও চলে।

দেশ থেকে যাবার আগে অতি প্রয়োজনীয় কমন কিছু রান্নার আইটেমের উপর মা- বোনদের কাছে ক্র্যাশ কোর্স করে যেও। এইটাই যদি প্রথমবারের মত দেশের বাইরে ট্রাভেল হয় তাহলে এয়ারপোর্টের কায়দা কানুনগুলা (কোথায় কি করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি) আগে থেকে রপ্ত করে গেলে ভালো হয়।

কাহিনী তাহলে এইখানে শেষ ...

এইবার শপিং শুরু কর ...

এনজয় ইউর শপিং ...